যেতে যেতে পথে - আনিসুর রহমান

মেলবোর্ণের বাংলাদেশী ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল

গত ২৫ শে জুলাই ২০০৮ থেকে শুরু হয়েছে মেলবোর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল। বড় বড় গাছের পাশে ছোট্ট একটা চারা গাছের মত এই বিশাল উৎসবের পাশাপাশি গত ২৬শে জুলাই একই শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'জন তরুন বাংলাদেশী, নাইম হাসান মিরাজ এবং ওয়াসিম আতিক কিশোর আয়োজিত আরেকটি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল।

সিডনী এবং ক্যানবেরার বাংলাদেশীরা এর আগে যে সব ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল আয়োজন করেছেন সেগুলো ছিল মূলত দেশ থেকে আনা ডিভিডি প্রদর্শনী। মেলবোর্ণ ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের খবর পেয়ে এটাও সে রকমই কিছু হবে আশা করেছিলাম। সিডনী থেকে মেলবোর্ণ, যাওয়া আসা প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার পথ। তাই যেদিন জন মার্টিন ফোন করে মেলবোর্ণ যাবার প্রস্তাব করলেন আমি খুব একটা আগ্রহ দেখাই নি। কিন্তু যখন জানলাম এই ফেষ্টিভ্যালে যে ছবিগুলো দেখানো হবে সেগুলো বাংলাদেশ থেকে আনা নয়, মেলবোর্ণেই তৈরী। তৈরী করেছেন আমাদেরই মত ক'জন প্রবাসী বাংলাদেশী। প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায় নি, বলেন কি! মেলবোর্ণের বাংলাদেশীরা ছবি বানাচ্ছে! মুহূর্তে মন স্থির করে ফেললাম।

২৫শে জুলাই যাত্রা শুরু। জন মার্টিন আর গোলাম মোস্তফার সহযাত্রী হলাম আমি। এরা দু'জনই দীর্ঘদিন ধরে মঞ্চ নাটকের সাথে জড়িত। ২০০৬ সালে সিডনীতে বসে ৫২ পর্বের টিভি সিরিজ "দক্ষিণায়ন" তৈরী করেছেন তারা। দীর্ঘ পথে ওদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা শুনতে শুনতে মনে হলো যারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছেন নতুন কিছু করার তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিটি অনেক বড়। অত্যন্ত আনন্দদায়ক এই ভ্রমনের দুই সহযাত্রীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে নাইম হাসান মিরাজের বাড়িতে। তার স্ত্রী আলপনার কথা বলতে চাই না তবে তাদের চার বছরের মেয়ে যিয়ানের কথা না বলে পারছিনা - পরদিন সকালে আমি ঔষধ খাবার জন্য ব্যাগ খুলছি যিয়ান কাছে এসে বললো এটা কি? আমি বললাম ঔষধ, ও বললো পানি দেবো? আমি অভিভূত! এই চার বছরের মেয়ে কোথায় শিখলো এমন আন্তরিকতা! বৃক্ষের পরিচয় কি এভাবেই ফলে প্রকাশ পায়!

যিয়ান, মিরাজ, আলপনা

নাইম হাসান মিরাজ ছাত্র হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার আসেন ১৯৯৯ সালে। দেশে উদিচী নাট্য বিভাগ এবং নাগরিক নাট্যাঙ্গনের সাথে জড়িত ছিলেন। রসায়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করছেন একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে। ২০০০ সালে কামরুজ্জামান বালার্ক, দীনা চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, প্রদীপ আনোয়ার, কান্তা আহমেদ সহ আরো অনেকে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যগোষ্ঠী

- রেনেসাঁ। এ গোষ্ঠী একে একে কঞ্জুস, দেওয়ান গাজীর কেচ্ছা, মুনতাসির ফ্যান্টাসি সহ উপহার দিয়েছে বেশ কিছু নাটক। এরপর কিছুদিন মেলবোর্ণ বাংলা থিয়েটারের সাথে যুক্ত থেকে এখন ছবি বানানোর চেষ্টা করছেন তিনি। তার প্রথম শর্ট ফিল্ম, Purgatory (30 min) ছিল এই ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের অন্যতম আকর্ষণ।

পরদিন এগারোটার মধ্যে পৌছে গেলাম মনাশ ইউনিভার্সিটির সিনেমা হলে। হাউস ফুল না হলেও বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা এবং অষ্ট্রেলিয়া মিলিয়ে দর্শক মন্দ নয়। আলপনার স্বাগতঃ ভাষণের পর শুরু হলো প্রদর্শনী।

আমরা প্রথমে দেখলাম আনোয়ার আহমেদের "Story of our time". নির্মাতার নিজের রচিত একটি ইংরেজী কবিতার উপর ভিত্তি করে চার মিনিটের একটি ছবি। গানের যেমন ভিডিও ক্লিপ হয় - এ ছবিটিকে তেমনি কবিতার ভিডিও ক্লিপ বলা চলে। কিছু স্থির চিত্র এবং একটি বোমা বিদ্ধস্ত সভ্যতার ডলি শট দিয়ে তৈরী অপূর্ব একটি ছবি। দেখার সময় মনে হলো এমন জটিল একটা সেট কিভাবে বানালেন আনোয়ার আহমেদ! তাকে পরে প্রশ্ন করে জেনেছি তিনি এবং তার স্ত্রী লুবনা তিন মাস ধরে মেলবোর্ণের অলি গলি ঘুরে রাজ্যের যত ফেলে দেওয়া জিনিস সংগ্রহ করেছেন এই সেট নির্মানের জন্য। কোন সন্দেহ নেই তাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। এতদিন কবিতা পড়েছি। সেদিন মনাশ ইউনিভাসিটির হলে বসে মনে হলো আজ কবিতা দেখলাম।

আনোয়ার আহমেদ ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ থেকে নিউজিল্যান্ড গিয়েছিলেন অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মিউজিক প্রডাকসনের ওপর লেখাপড়া করার জন্য। মাল্টি মিডিয়া, ফিল্ম এবং টেলিভিশন প্রডাকসনের ওপর লেখাপড়া এবং কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০০৭ সালে তিনি মেলবোর্ণ আসেন। মেলবোর্ণ ইউনিভাসিটির ভিক্টোরিয়া কলেজ অব আর্টস (VCA) এ ছবি নির্মাণ এবং পরিচালনার ওপর করেছেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্পেশালাইজাশন। গত বছর স্টুডেন্ট প্রজেক্ট হিসাবে নির্মিত তার শর্ট ফিল্ম TALA (rhythm) সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হয় মেলবোর্ণের ফেডারেশন স্কয়ারের ACMI সিনেমা হলে। ছবিটি বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার কারণে এই ফেষ্টিভালে দেখানো হয়নি তবে আমরা মিরাজ সাহেবের ড্রইং রুমে বসে ছবিটি দেখেছি। অপূর্ব! ক্যান ফিল্ম ফেষ্টিভালে পাঠানোর মত একটি ছবি। নির্মাতার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সম্ভব হয়নি যদিও তবে এই প্রতিভাধর তরুন চিত্র নির্মতা অনেক দূর যাবেন তা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়।

ওয়াসিম আতিক কিশোর

দ্বিতীয় ছবিটির নাম "Sandle". ১৫ মিনিটের আরেকটি শর্ট ফিল্ম। বানিয়েছেন ওয়াসিম আতিক কিশোর। ছবির মূল চরিত্র অপু। তার কল্পনার জগৎ ফ্যান্টাসিতে ভরা। ছোটবেলায় ছবি আঁকার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। যার প্রাণ দিতে পারোনা তার ছবি আঁকবে না। আজ প্রাপ্ত বয়স্ক অপুর কল্পনায় তার স্যান্ডেলে আঁকা প্রজাপতিও জীবন্ত হয়ে ওঠে। অপু খুঁজে পায় না তার স্যান্ডেল। পরদিন কিনে আনে সামুক আঁকা নতুন একজোড়া। পরদিন সেটাও উধাও। সিনেমার মধ্যে সাধারণতঃ একটা গল্প থাকে এ ছবিটি মধ্যে আছে একটি ধাঁধাঁ। আলো থেকে অন্ধকার ঘরে ঢুকলে যেমন প্রথমে কিছু দেখা যায় না পরে ধিরে ধিরে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে। এ ছবিটিও

তেমন। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম দেখে আমি কিছুই বুঝিনি। ধিরে ধিরে সব পরিস্কার হয়েছে - ভালোলেগেছে। ওয়াসিম আতিক বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় সেখানে একটি ফিল্ম সোসাইটি তৈরী করেছিলেন। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ফিল্ম সোসাইটির সাথেও জড়িত ছিলেন তিনি। ১৯৯৭ সালে খেটে খাওয়া মানুষের জীবন নিয়ে তৈরী করেছেন শর্ট ফিল্ম - সীমান্ত। ২০০৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় আসার পর থেকেই ছবি বানানোর চিন্তা ঘুরপাক খেয়েছে মাথায়। সেই আবর্তনের প্রথম ফসল "Sandle".

৩য় ছবিটির নাম "Purgatory". নির্মাতা নাইম হাসান মিরাজ। মূল চরিত্র, শামস এর ভুমিকায় অভিনয় করেছেন পরিচালক নিজেই। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার স্ত্রী আলপনা, মেয়ে যিয়ান এবং আরো অনেকে। নিজের ভুলে প্রথমে মেয়ে এবং পরে স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী শামস বিবেকের দংশনে জর্জরিত। স্বর্গ আর নরকের মাঝামাঝি এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করে সে প্রতিদিন। সেদিক থেকে ছবিটির নামকরণ অত্যন্ত সফল। একজন বিদ্ধস্ত মানুষের ভূমিকায় অত্যন্ত সম্ভবানাময় অভিনেতার ছাপ রেখেছেন নাইম হাসান মিরাজ।

এরপর ছিল মধ্যান্য ভোজের বিরতী এবং আলোচনা পর্ব। সর্বশেষ আকর্ষণ ছিলো একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি। মাহমুদুল হকের উপন্যাস অবলম্বনে মোর্শেদুল ইসলাম পরিচালিত ছবি - খেলাঘর। মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত ছবিটির বিষয়বস্তু যুদ্ধ নয় বরং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত একটি অভিমানী মেয়ের সুস্থ জীবনে ফিরে আসার সংগ্রাম।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, আপনারা এটাকে ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল বলছেন কেন? এক হলে পর পর কয়েকটি ছবি দেখানো হয়েছে। এর নাম কি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল? মেলবোর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে ৪০০ ছবি প্রদর্শিত হবে। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে ৪টি। পাার্থক্য অবশ্যই আছে। তবে আজ যে বীজ বপন করা হলো অনুকুল পরিবেশ পেলে একদিন তা বটবৃক্ষে পরিনত হবেনা তা কে বলতে পারে। হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ নিয়ে একটি হাই স্কুলের মাঠে সিডনীর বৈশাখী মেলা শুরু হয়েছিল ১৪ বছর আগে। এখন সে মেলা অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিক পার্কের বিশাল চত্তরে। সমবেত হয় ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ। আলোচনা, সমালোচনা, উৎসাহ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী বছরগুলিতে এই ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল আরো বড় আকার ধারন করবে এই আমাদের সকলের কামনা।

(তালা ছবির শুটিংয়ে ডাইরেক্টর অব ফটোগ্রাফি, এ্যানড্রু ডি গ্রুটের সাথে পরিচালক আনোয়ার আহমেদ)